দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 DEC 1993
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম 1 ...

স্কুলে ভর্তি ঃ জমজমাট কোচিং ব্যবসা

সুনীল ব্যানার্জি ঃ রাজধানীতে নামকরা স্কুলগুলোতে ভর্তি শুরু হতে এখনও অনেক বাকী। কিন্তু এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে ভর্তির নামে এক ধরনের লোক ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। এর সঙ্গে বেশ কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকাও জড়িত। তারা মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র–ছাত্রীদের নানা ধরনের কোচিং দিচ্ছেন। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এসব কোচিং সেন্টার নগরীর অলি–গলি ছেয়ে গেছে।

গত ২০ নবেম্বরের মধ্যে অধিকাংশ নামকরা স্কুলসহ নগরীর প্রায় সব সরকারী স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বাকী স্কুলগুলিতেও বার্ষিক পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যে সব স্কুলের পরীক্ষার ফল বের হবার কথা। ফল বেরুনোর পরপরই শুরু হবে ভর্তি পরীক্ষা। আগামী মাসের প্রথমার্ধ থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। অধিকাংশঅভি-ভাবকের চিন্তা তাদের সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তি করানো। তাই এখন থেকেই সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা তৎপর। তারা এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ছুটোছুটি করছেন। খোঁজ–খবর নিচ্ছেন অপেক্ষাকৃত ভালো স্কুলে কিভাবে তাদের সন্তানদের ভর্তি করা যায়। আর অভিভাবকদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছেন কিছুসংখ্যক মুনাফালোভী ধান্দাবাজ লোক। তারা সংশ্লিষ্ট স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার প্রলোভনে ছাত্র–ছাত্রীদের কোচিং দিচ্ছেন। এর জন্য প্রতি ছাত্র–ছাত্রী পিছু পাঁচ শ' থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে প্রতিমাসে। প্রয়োজনবোধে এক একজন ছাত্র–ছাত্রীকে এক থেকে চার মাস পর্যন্ত

(৩-এর পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

স্কুলে ভর্তি ঃ জমজমাট কোচিং ব্যবসা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কোচিং দেয়া হয়। এতো কোচিং দেয়ার পরও যখন অনেকে ভর্তি হতে পারে না তখন সংশ্লিষ্ট ছাত্র–ছাত্রীদের পরবর্তী ভর্তি করে দেয়া হবে বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়।

অভিযোগ করা হয়েছে, এ ধরনের কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নগরীর নামকরা বেশ কয়েকটি স্কুলের কতিপয় শিক্ষক–শিক্ষিকা। এসব স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের মোটামুটি একটা ধাণা থাকে। আর এই ধারণাকে অবলম্বন করে তারা স্বনামে–বেনামে কোচিং সেন্টার খুলে বসেছেন। এ ধরনের কোচিং সেন্টারে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ক্লাস হয়। তাও বড়জোর এক থেকে দুই ঘন্টা। কিন্তু এ সামান্য সময়ের জন্য নেয়া হয় মাসিক দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া মোটা অঙ্কের বিনিময়ে কোচিং এ গাইড লাইন, পাঠ্যপুস্তক, প্রসপেকটাস ইত্যাদি কিনতে অনেক সময় বাধ্য করা হয়। এ ধরনের কয়েক শ' কোচিং সেন্টার গজিয়ে উঠেছে ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, মতিঝিল রমনা, গুলশান, বনানীসহ রাজধানীর প্রত্যন্ত এলাকায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ধানমন্ডি, মতিঝিল, সূত্রাপুর ও মোহাম্মদপুর থানা এলাকার কয়েকটি নামকরা স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার নামে প্রায় সারা বছর কয়েকটি কোচিং সেন্টারে চলে জমজমাট ব্যবসা। এসব সেন্টারে একের পর এক ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। প্রতিদলের সংখ্যা ১০ থেকে ৯০/১০০ জন ছাত্র–ছাত্রী পর্যন্ত।

জানা গেছে গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, আইডিয়াল স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, উদয়ন স্কুল, উইলস লিটল ফ্ল্যাওয়ার স্কুল, ভিকারুন্নেছা নুর্ন স্কুল, হলিক্রস স্কুল, সেন্ট যোসেফ স্কুল ও সেন্ট গ্রেগরী স্কুলসহ নগরীর অধিকাংশ নামকরা স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। বেশীরভাগ স্কুলে প্রতি বছর খুব কম সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী নেয়া হয়। এর মূল কারণ আগে থেকে এসব স্কুল থাকে ছাত্র–ছাত্রীতে ঠাঁসা। তাই বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় শিফট চালু করতে হয়। তাতেও স্থান সংকুলান হয় না। ফলে প্রতি বছর স্কুলগুলোতে ভিড় লেগেই থাকে। এরই মধ্যে এসব স্কুলের কয়েকটি ভর্তির আবেদনপত্র ছেড়েছে। কয়েকটিতে ভর্তির আবেসনপত্র আগামী ২/১ সপ্তাহে ছাড়া হবে। প্রতিটি আবেদনপত্রের জন্য ৩৫ থেকে ১শ' টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। কিন্তু তাতেও ভিড়ের কমতি নেই। এরই মধ্যে একটি নামকরা স্কুলে শ'খানেক সিটের জন্য ছয়শ'রও বেশী ভর্তির আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অন্য একটি নামকরা স্কুলে এই সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট স্কুল থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য একটি নামকরা স্কুলে প্রায় অনুরূপ সংখ্যক ভর্তি ফরম বিক্রির পর ফরম বিক্রি বন্ধ রাখা হয়েছে। কারো কারো মতে মোটা অঙ্কের অনুদানের বিনিময়ে কিছু কিছু স্কুল থেকে ভর্তি ফরম পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি ভর্তির নিশ্চয়তাও দেয়া হচ্ছে।

- ভুক্তভোগী অভিভাবকরা অবিলম্বে এ ধরনের অনুদান নেয়া, ভর্তি ফরম বিলির নামে মোটা অঙ্ক কামানো ও কোচিং এর নামে গলাকাটা ব্যবসা বন্ধ করার দাবী জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ছাত্র–ছাত্রীরা যাতে অপেক্ষাকৃত ভাল স্কুলে ভর্তি হতে পারে এবং ভাল রেজাল্ট করতে পারে তার জন্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করারও তারা দাবী জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা এসব অসাধু শিক্ষা ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজারও দাবী জানান।

উল্লেখ্য যে, ২৮টি সরকারী হাইস্কুলসহ রাজধানীতে শতাধিক হাইস্কুল রয়েছে। কিন্তু নামকরা স্কুলের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। কয়েক শ' কিন্ডারগার্টেন স্কুল এরমধ্যে ধরা হয়নি।